প্রকাশক
রেনবো বুক এজেন্সী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১এন, ছাতুবাবু লেন
কলিকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান
৩৫৩।৩, গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড
হাওড়া-৬
প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়
১২, রামমোহন প্লেস্
মাষ্টার পাড়া
কোন্নগর
হুগলী

ছেপেছে
কস্‌মিক্ প্রেস
হাওড়া-৬

উৎসর্গ

স্বর্গগতা জননী

৺বিভাঙ্গিনী দেবীর

চরণ কমলে

প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়

হাসিরাশি দেবী

৭৭, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

'তাসখন্দ' নামের কবিতার বইটি পড়লাম। কবিতাগুলি গতানুগতিক-ভাবধারা থেকে মুক্ত ; বেশ ঝরঝরে লেখা।

কবিতাগুলির মধ্যে "আগুন জ্বলে", "অভিযান", "আহ্বান" প্রভৃতি কবিতাগুলি বেশ ভাল লাগল।

হাসিরাশি দেবী।

১।১।৬০

॥ তাসখন্দ ॥

লেখক—প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়।

কবি প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'তাসখন্দ' নামে বইখানি পেয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে পড়ে নিলাম। কবি এই অর্ঘটি তাঁর মায়ের চরণ কমলে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছেন। পূজার অর্ঘ যোগ্য স্থানে অর্পিত হয়েছে—এ জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করছি।

তাসখন্দ নামটা সেদিনকার স্মৃতি পাঠকদের মনে জাগিয়ে তুলবে। একটি মহাত্মার নাম শুধু নয়, তাঁর ক্ষমাসুন্দর মূর্তিটি প্রত্যেকের মানসপটে ফুটাবে—আমরাও কবির সঙ্গে তাঁর স্মৃতিতে অর্ঘ দান করব।

কতকগুলি কবিতার বন্ধনীতে তাসখন্দ গ্রথিত। কবির লেখা সার্থক হয়েছে এ কথা আমি বলতে পারি। কল্পনা কবির তুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর স্বপ্নের ভারত সার্থক রূপ পরিগ্রহণ করবে এ কামনা সবাই করছে। 'কৃষক' ও 'শ্রমিক' কবিতাটি উভয়ের উপর সমনির্ভরতা প্রমাণ করে। এরা কেউই ছোট নয়। মহত্বে দুজনেই সমান, দেশকর্মী, দুজনেই বড়। একজন মাটির বুক চিরে খাদ্য আহরণ করে অন্যের শক্তি যোগায় আর একজন তার উৎপন্ন বহু বস্তু দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলে, দেশ বিদেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

তুচ্ছ কেহ নয়, এ কবিতাটিতে কবি বিশেষ ভাবে এই প্রমানই করেছেন। মানুষ সত্যকার মানুষ হোক কবির একান্ত কামনা তাই এবং তাঁর কবিতায় এই অভিব্যক্তিটা বিশেষ করে ফুটে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়।

কবির স্বপ্ন সফল হোক তাঁর কবিতাগুলি সর্ব সাধারণ্যে আদৃত হবে এ কামনা আমি সর্বান্তঃকরণে করছি।

তরুণ কবি প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের "তাসখন্দ" কবিতার বইটি পড়ে, একজন সত্যিকারের কবির রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি ভেবে শুধু যে আনন্দিত হয়েছি তা' নয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যের একটা নূতন রূপও চোখে পড়েছে। কবির কবিতাগুলি অতি-আধুনিকতার অস্পষ্টতা দোষমুক্ত, অথচ অতি আধুনিকতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ প্রয়াসের গুণমণ্ডিত। তাসখন্দ নামটির সঙ্গে যে মৈত্রীর নির্দেশনা বর্তমান, তার স্মৃতি বিধৃত করে রেখেছে এই কবিতার বই। কিন্তু তবুও বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এটি লেখা নয়।

কবি প্রফুল্লকুমারের এই কবিতাগুলি আবেদনধর্মী। প্রকৃতিসত্তার সঙ্গে তাঁর অন্তরচেতনা এক হয়ে গিয়ে যে সব অপূর্ব পঙ্‌ক্তির সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই।

চাঁদের আলোয়—সারা মাঠ
খুশি ভরে প্রাণ খুলে
শুধু আজ হাস্‌ছে।

* * *

এই খানে, এই মাঠে
যদি আজ আস্‌তে,
সব তুমি ভুলে গিয়ে
শুধু আজ হাসতে।"

অতি সুন্দর। "ছোট হয়োনা" কবিতার মধ্যে মানবচেতনার নবোন্মেষের বাণী! "নিয়ে চল মোরে" কবিতাটিতে প্রকৃতির সঙ্গে এক হবার কি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে কবির! "আমরা মানুষ" কবিতাটিতে—

"জীবন মরণ তুচ্ছ মোদের—
মানি নাক পরাজয়,
দুর্বার গতি মানুষ আমরা
চিরদিন বরাভয়।"

পঙ্‌ক্তিগুলিতে প্রগতিপথচারী মানুষের দৃঢ়সংকল্পের কি সুন্দর অভিব্যক্তি। "শ্রেষ্ঠি ও রাজা" কবিতার মধ্যে নাটকোচিত ভঙ্গিমায় কবি আধুনিক যুগের মন্থনাভাবের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। "অভিযান", "স্বপ্নের ভারত", "মত বদল" প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবির এমন একটি স্বকীয় বলিষ্ঠ মতবাদ আছে যাতে তাঁকে যুগের সীমা অতিক্রম করে নূতনের অভিনন্দনে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

কবি প্রফুল্ল কুমারের "তাসখন্দ" কবিতার বই খানি সত্যিই আমার ভাল লেগেছে, আর আমি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছি এই স্নেহাস্পদ তরুণ কবিকে।

১১৬।১বি, বেলেঘাটা মেন রোড্,
কলিকাতা-১০

ভূমিকা

ভারত ও পাকিস্তানের মৈত্রী-আমাদের একদা যুক্ত মহাদেশের রক্ষা কবচ। ভারত সুহৃদ কোসিগিনের প্রেরণায় স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই রক্ষা কবচকে আরও সুদৃঢ় করে বেঁধে গেছেন তাঁর জীবনের বিনিময়ে। সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই কবিতা গ্রন্থটির নাম সংযোজন করা হয়েছে 'তাসখন্দ'।

সুধীজন মহলে এই কবিতা গ্রন্থটি গৃহীত হলে—আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

ইতি

প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায়

তাসখন্দ

শান্তি ও মৈত্রীর বাণী
প্রেম আর ভালবাসা
দুয়ের স্বাক্ষর
বেঁচে থাক হইয়া ভাস্বর।
তুহিন নিশীথ রাত্রি
সাক্ষী তার
কালান্তর পারে।
তাসখন্দ মৌন স্তব্ধ
লজ্জায় বিস্ময়ে
বিশ্ব হতবাক্।
অজ্ঞাত শত্রু যে গত
শত্রু হীন করিয়া স্বদেশে
ঢালি দিয়া শেষ রক্ত
একটী নিমেষে।
ভারতের ভাগ্যাকাশে
জ্বল জ্বলে সন্ধ্যাতারা তুমি
তোমারে লইয়া বক্ষে
পুণ্য আজি এ ভারত ভূমি।

বাসা

মাটী হতে অনেক, অনেক দূরে
জল ছোঁয়াছুঁয়িব বালাই নেই,
সেই খানেই তো বাঁধবো বাসা
একান্ত একেলা।
পাড়ি দিতে হবে—
সাড়া পড়ে যাবে
সারা বিশ্বে।
কেউতো এখনো তা পারেনি
মিছি মিছি ঘুরেছে অনেকে
কেউ বা রাশিয়ায়
কেউ বা ইউ. এস্. এতে।
কিন্তু সত্যি তারা কি জেনেছে ?
কিচ্ছু না।
তাই আমাদের প্লানের হাওয়ায় ঝড় বইবে।
আকাশে আকাশে আমাদের রকেট ছুটবে
নক্ষত্রে নক্ষত্রে যাবে বার্ত্তা।
ভোরের কাগজ দেখে, তোমরা হবে স্তম্ভিত !
কোথায় কোন মহাজগতে
আমরা পৌঁছে গেছি।

সেই মহাকাশ পরিক্রমার বার্ত্তা
নিছক কল্পনা নয়—
সেদিন আসছে।
সেই অনাগত দিনের মহাভবিষ্যৎ
তার জন্য তৈরী থাকো।



অধুনা

ঝরনার জলধারা টল্‌মল্ করে শুধু টলছে,
কানে কানে কত কথা শুধু শুধু বলছে।
শুনবে সময় কার হাতে আছে অতটা—
মিছি মিছি বকে মরে বোঝেনা কি দিনটা।
কাব্যের দিনগুলো, তুলে ফেল বস্তায়
নেমে এস সবে আজ মজুরের রাস্তায়।
সস্তায় হবে নাকো মাবা কোন কিস্তি
জানো কত বেড়ে গেছে কাজের ফিরিস্তি?

শুধু আজ হাস্‌তে

চাঁদের আলোয় — সারা মাঠ
খুসি ভরে প্রাণ খুলে
শুধু আজ হাসছে।
সোনালী ফুলের গন্ধে
মৌ মৌ সারা মাঠ
বাতাসে জোয়ার আজ
কত ভাল লাগছে।
কুল কুল নদী বয়
কথা কয় আস্তে.
জোৎস্না লুটিয়ে পড়ে
তারে ভাল বাস্‌তে।
এই খানে, এই মাঠে
যদি আজ আস্‌তে—
সব তুমি ভুলে গিয়ে
শুধু আজ হাস্‌তে।

দেশ

আমি আমার দেশকে ভালবাসি।
তোমাদের আমি, তার মাটির গন্ধে
নিজেকে বিস্মৃত হই।
কেন ?
দেশ আমার মা,
দেশ আমায় ভালবাসে,
সে সুন্দর হাসি দিয়ে
আমায় আহ্বান করে।
এমন করে তো আর কেউ আমাকে চায়না।
এমন সুন্দর করে আর কেউ তো আমায়
ডাকেনা।
আমি এই মাটির স্পর্শে
সমস্ত ব্যথা ভুলে যাই
এর প্রতিটী ধূলি কণা
আমার কাছে মুঠোমুঠো স্বর্ণরেনু।
আমি এই মাটীকে প্রণাম করি।

দুইদিন

এক দিন ছিল।
সময়ের প্রান্তরে বসে বসে
অসংখ্য কল্পনার ছবি
চিত্রপটের মত—
একটি একটি করে
আমার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
চলে যেত।
সে একদিন।
এখন তো আর তাকে
ফিরে পাওয়া যাবেনা।
মাটির রাস্তায় এখন
পাথর পড়েছে।
একটু জলেই
চক্ চক্ করে ওঠে সারা রাস্তা
এক মুঠো দানা
আজ এক বস্তা।

দেশ

আমি আমার দেশকে ভালবাসি।
তোমাদের আমি, তার মাটির গন্ধে
নিজেকে বিস্মৃত হই।
কেন ?
দেশ আমার মা,
দেশ আমায় ভালবাসে,
সে সুন্দর হাসি দিয়ে
আমায় আহ্বান করে।
এমন করে তো আর কেউ আমাকে চায়না।
এমন সুন্দর করে আর কেউ তো আমায়
ডাকেনা।
আমি এই মাটির স্পর্শে
সমস্ত ব্যথা ভুলে যাই
এর প্রতিটী ধূলি কণা
আমার কাছে মুঠোমুঠো স্বর্ণরেনু।
আমি এই মাটীকে প্রণাম করি।

দুইদিন

এক দিন ছিল।
সময়ের প্রান্তরে বসে বসে
অসংখ্য কল্পনার ছবি
চিত্রপটের মত—
একটি একটি করে
আমার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
চলে যেত।
সে একদিন।
এখন তো আর তাকে
ফিরে পাওয়া যাবেনা।
মাটির রাস্তায় এখন
পাথর পড়েছে।
একটু জলেই
চক্ চক্ করে ওঠে সারা রাস্তা
এক মুঠো দানা
আজ এক বস্তা।

তবু আফশোষ করবোনা,
ইঁদুরের মত আমরা বাড়ছি ;
আর সোনার মত দানা
দাঁতে কেটে কেটে খাচ্ছি।
আমরা পৃথিবীর বুকে বাড়তি
ভাঙ্গা বাড়ীর শ্যাওলার মত
আমরা অচল।
আমাদের বিগত দিন - আর আসবেনা,
আমাদের গায়ে হাত দিয়ে আর ভালবাসবেনা,
আমরা অপাংক্তেয়।
অবাঞ্ছিত আমরা
তাই শুধু লাঞ্ছিত।
তোমরা—
আমাদের জন্য ভেবোনা
তোমাদের সোনার দোয়াত কলম হোক্
তোমাদের জয় হোক্।

নিয়ে চল মোরে

সেই স্বর্গে নিয়ে চল মোরে
যেথায় কল্পনা আপনি আল্পনা আঁকে।
মাঠে আর ঘাটে আর পথে বাঁকে বাঁকে
যেখানে প্রকৃতি খেলে আপন খেয়ালে।
স্বর্ণলতা ফিরে-ফিরে, ঘিরে-ঘিরে—
আছে সেথা মাটির দেয়ালে।
বসন্ত গাহিছে গান—
কোকিলের কুহু রবে
আমের মঞ্জরী ঝরে
মুঠো মুঠো স্বর্ণরেণু সম।
গন্ধে মাতাল রাস্তা—
সরু হয়ে আপনারে
ফেলে হারাইয়া
মাতোয়ারা কেকা কুঞ্জ মাঝে।
সেই স্বর্গে নিয়ে চল মোরে—
হেথাকার বিদ্যুৎ বিভায়
ঝল্‌সিত দৃষ্টি আমি
মোর হাত ধরে।

তবু আফশোষ করবোনা,
ইঁদুরের মত আমরা বাড়ছি ;
আর সোনার মত দানা
দাঁতে কেটে কেটে খাচ্ছি।
আমরা পৃথিবীর বুকে বাড়তি
ভাঙ্গা বাড়ীর শ্যাওলার মত
আমরা অচল।
আমাদের বিগত দিন - আর আসবেনা,
আমাদের গায়ে হাত দিয়ে আর ভালবাসবেনা,
আমরা অপাংক্তেয়।
অবাঞ্ছিত আমরা
তাই শুধু লাঞ্ছিত।
তোমরা—
আমাদের জন্য ভেবোনা
তোমাদের সোনার দোয়াত কলম হোক্
তোমাদের জয় হোক্।

নিয়ে চল মোরে

সেই স্বর্গে নিয়ে চল মোরে
যেথায় কল্পনা আপনি আল্পনা আঁকে।
মাঠে আর ঘাটে আর পথে বাঁকে বাঁকে
যেখানে প্রকৃতি খেলে আপন খেয়ালে।
স্বর্ণলতা ফিরে-ফিরে, ঘিরে-ঘিরে—
আছে সেথা মাটির দেয়ালে।
বসন্ত গাহিছে গান—
কোকিলের কুহু রবে
আমের মঞ্জরী ঝরে
মুঠো মুঠো স্বর্ণরেনু সম।
গন্ধে মাতাল রাস্তা—
সরু হয়ে আপনারে
ফেলে হারাইয়া
মাতোয়ারা কেকা কুঞ্জ মাঝে।
সেই স্বর্গে নিয়ে চল মোরে—
হেথাকার বিদ্যুৎ বিভায়
ঝল্‌সিত দৃষ্টি আমি
মোর হাত ধরে।

ভাসতেই যদি হয়

আকাঙ্খার বাতায়ন পরে
মৃত্যুসন্ধ্যা আমি হেরিয়াছি
তুহিনের মাঝখানে
পাথরের স্তূপ।
জম্‌কালো পাথরের বেড়া
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পথ করা
আর হাতছানি দিয়ে ডাকা,
ওপাড়ার নিদ্রিত শার্দুলে—
একান্ত পাগলেরই কাজ।
কথা আর মর্ম দিয়ে
মরনেরে জয়
করতেই যদি হয়
এই তো সময়।
শতাব্দীর বাঁধ ভাঙ্গা স্রোত
বহুক, বহুক জোরে।
চল ভেসে যাই
একান্ত আলস্যে গড়া
বিদেশের রঙিন্ সূতোয় বাঁধা
এই কাঠের ভেলায়।

ভাসতেই যদি হয়
এই তো সময়,
বিলম্বে লভিতে পারে
শত্রুরা সময়;
হতে পারে—দুর্ব্বার অজেয়

* * *

তফাৎ

চোখে যারা কথা কয়
মুখে কিছু বলে না—
তাহাদের ধারে কাছে
বড় কেউ ঘেঁসে না—
আনতে কাস্তে, হাতুড়ী কি আনবে!
কান মলা খেয়ে, তার পরে ঠিক জানবে।
তার চেয়ে ভাল হলো, থাক কিছু তফাতে।
অর্ডার তামিল হবে শুধু জোর কথাতে।
ঝালাপালা হয় হোক শুধু শুধু চেঁচিয়ে,
দূরে সরে থাকা ভালো ইসারাকে বাঁচিয়ে।

ফিরাতে হইবে তরী

পৃথিবীর বুক চিরে চিরে
মানুষ নখর দন্ত বসাল অনেক—
অনেক অন্নের দানা
খুঁটে খুঁটে যুগ যুগ ধরি—
করিল উদর পূর্ত্তি
আনন্দে আগ্রহে।
আজকে তাকায় তারা
গভীর সন্দেহে!
শক্তি কি বসুধার হইল সীমিত,
ফুরাল কি ধরণীর ভাণ্ডার সঞ্চিত?
বঞ্চিত-স্তম্ভিত আজ
বংশ বৃদ্ধি আপনার
হেরি পায় লাজ।
কি হবে উপায়?

ঘরে-ঘরে দ্বারে-দ্বারে
ভিক্ষা পাত্র লয়ে
বার বার আভূমি আনত হয়ে
কি কহিবে কথা ?
ভিক্ষাবৃত্তি নিজের দীনতা
জানাইতে নুয়ে যায় মাথা
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ।
আজ হলো বসুধার ভার
জানাবে কাহারে কহ ?
দোষটা কাহার ?
ফিরাতে হইবে তরী,
বোঝা তার খুব ভারী—
অথবা মরিতে হবে
সম্মুখে সংগ্রাম ।
ক্ষুন্নিবৃত্তি ভিক্ষাবৃত্তি দিয়া
চলিতে পারেনা অবিরাম ।



তাজ দর্শন

কার কথা তুমি ধ্যান কর বসে
শতাব্দীর সংঘাতেরে ভ্রূকুটি হানিয়া।
যুগ হতে যুগান্তর পার হয়ে যাও
কাহার প্রেমের স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া?
সে যে মমতাজ সাজাহান প্রিয়া
ভারতের রাণী মুঘল অধীশ্বরী,
বুকে লয়ে স্মৃতি তার—
মহিমায় আর গরিমায় তুমি
তুচ্ছ করেছ মৌন-ধবল গিরি।
হিমালয় সম গৌরবে তব
দেশে দেশে গেছে লিপিকা,
কত রূপকার আঁকিয়া তোমায়
যোগায় তাদের জীবিকা।
মমতাজ স্মৃতি সুষমা মাখিয়া
হয়েছে বিশ্বরাণী,
সুদূর বিশ্ব পাঠায় তোমারে
কত সে প্রেমের বাণী।

যুগের সাক্ষী তুমি মমতাজ
প্রেমের মূর্ত্ত বাণী—
তোমার চরণে রাখিয়া গেলাম
আমার প্রণাম খানি।

—: ● :—

অনুরোধ

বিলুপ্ত পথের স্মৃতি
মসীলিপ্ত মোর বর্ত্তমান,
ছুঁয়োনা আমারে কেউ
মোর তরে কেহ আজ
গাহিওনা গান ;
আমি আজ পশুর সমান।
শহীদের বেদীমূলে
যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিব ডালি,
তোমরা ভুলিয়া যেও
মোর তরে অশ্রুজল
ফেলিওনা কেহ।

অন্যলোকে

কোথায় কহিব কথা
কারে আমি শোনাইব গান?
হাসিয়া ফিরিত যারা
তারা আজ দুঃখে ম্রিয়মান।
সম্মুখে চলিব আমি
সে পথে তো শুধু আজ কাঁটা
ঘুরে ফের ঘরে চলি তাই
বন্ধ হয়েছে পথ হাঁটা।
মন চলে উড়ে উড়ে
দেশ হতে দেশান্তর পারে
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পাড়ি দিই আমি।
দৈবাৎ যদি মিলে যায়
অন্য কোথাও
ধরণী মায়ের মত
এমনি কোমল
এমনি সহজ
এক খানি শ্যামাঞ্চল ভূমি,

হিংসায় মারেনা যেথা
মনুষে মানুষে
নাই যেথা মানুষের বুকে
দ্বন্দ্ব আর পথ চলা ভয়।
প্রেম আর ভালবাসা যেথা
মানুষেরে করেছে শুধু
অমর অজয়।



কেউ ছোট নয়

ছোট্ট নয়-ছোট্ট নয় কেহ,
তিল সম বীজ দেখ হয় মহীরুহ।
ক্ষুদ্র বালু কণা দেখ গড়ে মরুভূমি
'মাও' দেবতা হন ছোট্ট শিশু তুমি।



এলো মেলো

এলোমেলো হাওয়া বয়
ঝড় না তুফান,
দেখতে না পাই কিছু
জীবন উজান।
ধ্বসে পড়া ঘর-বাড়ী
গাছ ভাঙ্গা শব্দ,
ভয়ে কাঁটা দেয় গায়ে
জীবনটা স্তব্ধ।
কিচ্ কিচে পাখী গুলো
এলো মেলো উড়ছে—
দু-চারটে মাঝে মাঝে
মরে-মরে পড়ছে।
বোসেদের বুড়ো ষাঁড়
রামুদের বক্না
খালে পড়ে ধুঁকছে
দেখবে তো এস না।

আঁধার ঘনিয়ে এলো
কেউ ফিরে এলোনা,
মিছি মিছি ভেবে মরি
ধুত্তোর ভাবনা।
হয় তো বা আটটায়
ঠিক ফিরে আসছে,
তবুও উতলা মন
মিছে কেন ভাবছে।

উদ্যম

পিপাসায় আর্ত্তমুখে
যে পথিক বার বার চাহে শুধু জল,
ফেলে আসা সারা পথ
তার কাছে হয়নি বিফল।
পথ ক্লান্তি জীবনেরে
হয় তো বা ক্ষণিকের তরে—
করেছে বিকল।

তবু তার পথ হাঁটা
হয়নি নিষ্ফল।
আজীবন মরুভূমি পরে —
হয়তো সে মরুদ্যান
দেখেনি কখনো।
দিগন্তের ভরা বালুরাশি
বারংবার উড়ে উড়ে আসি
বিভ্রান্ত করেছে তারে—
অট্টহাসি হাসি বারে বারে।
তবুও তাহার যাত্রা
সার্থকতা ভরা,
তাহার পাথেয় শুধু
উদ্দাম ইসারা।
হিসাবের পাতা খুলে খুলে
পাওনার গণ্ডা হবে শূন্যে-শূন্যে ভরা।
তবুও জীবন তার ফল ফুলে ভরা,
তাহার পাথেয় সে যে
উদ্দাম ইসারা।

———

জিনিসের দর বেড়ে বেড়ে ওঠে
ঘরের মেয়েরা গালি পাড়ে
আর ভাত বাড়ে, রুটি সেঁকে
আর ভাগ্যের দোষ দেয়।
চা'ল তো রয়েছে বাজারে
চার টাকা দর যত চাও
কিন্তু এদরে বিকায় কারা?
মাছ নাই, চা'ল নাই
হাঁড়ি ঠক্ ঠক্ হেঁসেলে
কিন্তু যাওনা বাজারে
যত চাও মাছ সাত—টাকা দর।
অন্য জিনিষ? দরের বেলায়
গলাগলি ভাব।
কিন্তু এদরে বিকায় কারা?
উত্তর দেবে কে?



এদেশ চালায় যারা
কোথায় তারা ?
রাজার ভবনে ?
পথের মিছিলে ?
অথবা এয়ার-প্লেনে ?
নাহি উত্তর—
ফাটে বোমা
পোড়ে গাড়ী
ছোটে প্রিজন্ ভ্যান্।
পথে মিছিল
চলে গুলি।
বাজার দর
ওঠে চর্ চর্।

—— ——

আমরা মানুষ

আমরা মানুষ ।
দেবতা নইকো, দানব নইকো মোরা ;
আমাদের সাথে
তাহাদের পরাজয়
ঘটিয়াছে বার বার ।
মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে
করি মেহনৎ,
আমরা রেখেছি
সোনার এ সংসার।
জনম লভিয়া আমরা হেথায়
হেথায় মরেছি বহু বহু শত বার।
জীবন মরণ তুচ্ছ মোদের—
মানিনাক পরাজয়,
দুর্বার গতি মানুষ আমরা
চিরদিন বরাভয়।
অমর অজড় দেবতা দানব
মহান স্রষ্টা আমরা মানব।

কীর্ত্তিরে লয়ে
আমরা হেথায় বাঁচি—
দুষ্ট দানবে শাসন করিতে
বহু বার মরে
বহু বার বাঁচিয়াছি।
আমাদের পূজা দেবতা লইয়া,
শুধুই বাড়ায় আপনার গৌরব;
আমাদের লুটে
দৈত্য দলের শুধু বাড়ে বৈভব।
শঙ্কার মাঝে করি বসবাস
মোরা শঙ্কারে করি জয়,
কোন কিছুতেই দমিনা আমরা
চির দিন বরাভয়।

———————

নতুন আলো

সোনার শিকল ছিঁড়ে
হঠাৎ পথের গান
ভেসে এল মাটির দেয়ালে
বুক চিরে চিরে গেঁথে গেল
প্রত্যেকটী রাগ ও রাগিনী।
ওগো যশস্বিনী!
তোমার সোনার মুকুটে
কতটুকু সোনা
লোনা জলের স্পর্শ পেয়ে
ঝক ঝকে হয়ে থাকবে
তুমি তা নিজেই জানোনা।
আমাদের দিকে তাকিয়ে
মুখ টিপে টিপে
তুমি আর কত হাসবে?
রাত তো শেষ হলো,
প্রখর সূর্য্যের আলো
ঐ তো দুয়ারে।

—*( )*—

তুচ্ছ কেহ নয়

কেউ ছোট নয়, কেউ ছোট নয়,
তুচ্ছ করে কাউকে হেলা করোনা;
সবার মাঝে তুমিই হ'য়ে জয়ী
এই কথাটা সত্যি করে ভেবোনা।
ছোট্ট ইঁদুর পায়রা চাঁদা
প্রজাপতির পাখনা,
তুচ্ছ নয় কো মোটেই কিন্তু—
রাত্রি বেলায় অন্ধকারে
ঝিঁ ঝিঁ পোকার বাজনা।
ছোট্ট খোকা কয় যে কথা
মানে বোঝা যায় না—
ঝিমি ঝিমি বৃষ্টি ফোঁটা
গায়ে যাহা সয়না।
চামচিকে আর চরণ কাকা
সাধুবাবার সাগরেৎ,
—কেউ ছোট নয়।

রঙিন চোখে চশমা দিয়ে
যতই তুমি দেখ,
তোমার হাতের তুলি দিয়ে
যতই তাদের ছোট্ট করে আঁক,
দিনের শেষে সাঁঝের বেলা
বড়ই তারা ঠিক হবে ঠিক
এইটি মনে রেখো।
মনের মাঝে এইটি করি আশা
তাদের তরে একটু ভালোবাসা
একটু খানি বাঁচার মত হাসা
থাকে যদি সবার ঘরে ঘরে,
বড়ই তারা ঠিক হবে ঠিক
এ জেনো নির্ঘাৎ।
সবার চোখের সামনে তারা
করবে বাজীমাৎ।

—:() ():—

শ্রেষ্ঠী ও রাজা

শ্রেষ্ঠী—প্রণাম্ রাজন্!

রাজা—সু-প্রভাত শ্রেষ্ঠীবর—

কুশল সবার ?

শ্রেষ্ঠী—কুশল আমার—

আর নাহি হবে কোন দিন,

আপনার মঙ্গলেই—মঙ্গল আমার।

আমার সংসার—

সেতো আজ বিশৃঙ্খল

ধ্বংসের আগার।

রাজা -হঠাৎ এমন ?

এ সংবাদ, এই বার্ত্তা

কভু মোর পশে নাই কাণে

শুনিলে অবশ্য হতো. তার প্রতীকার।

মোর রাজ্যে অবিচার

হতে নাহি দিব কোন দিন।

ন্যায়দণ্ড আমার জীবন।

শ্রেষ্ঠী—সত্য আর্য্য।
আপনার ন্যায়দণ্ড পরে
রাজ্যের সকল প্রজা
রাখিয়াছে গভীর প্রত্যয়।
কিন্তু—

রাজা—কিন্তু কেন ?
শৈথিল্য রয়েছে মোর কাজে ?
বল সত্য করে—
কোন অপরাধে—অপরাধী আমি
যেয়োনা হঠাৎ থামি,
সংশয় দোলায়—দোলায়িত
ক'রে মোর প্রাণ।
আমি চাহি সুনির্ম্মল বায়ু
স্বচ্ছ-তোয়া ক্ষীর নদী জল,
তোমার কথায় মোর চিত্ত
করে টল-মল।
বল বন্ধু দিলেম অভয়—
কোন দোষে-দোষী আজ
হইয়াছে মোর প্রশাসন।
নিয়ত প্রস্তুত আমি
করিতে শোধন।

কহ বন্ধু কহ সত্য করে
কিবা অপরাধ মোর?

শ্রেষ্ঠী—অপরাধ হে রাজন্
নহেকো তোমার,
আপনার অপরাধে—
অপরাধী আমি।
পুত্র মোর হে ভূস্বামী
হইয়াছে বিদ্রোহের নেতা
সুকঠিন এ-বারতা
নিবেদিতে তোমার চরণে।
শঙ্কালাগে আজি মোর প্রাণে,
একমাত্র পুত্র মোর
নয়নের মণি—তাহার বিচার।

রাজা—বুঝিয়াছি অবিচার হবে?
ভয় নাই বন্ধুবর।
পুত্ররে তোমার
অপরাধী করি
কলুষিত করিবনা আপনার প্রাণ।
তাহার যুক্তিরে জানি আমি
আমা হতে তারে আমি
শ্রেষ্ঠ বলে মানি।

ভয় নাই, তুমি যাও নিজ অন্তঃপুরে
যাহা ঘটে এর পরে—
সকলি আনিব আমি
তোমার গোচরে।
তবু জেনো—
সু-মহান পুত্র তব
তার কাছ হতে
এ-রাজ্যের কোন ভয় নাই।
শ্রেষ্ঠী—সকলি কী জ্ঞাত মহারাজ
আমার পুত্রের কাজ?
সুদাম তাহার নাম
বিদ্রোহী প্রধান।
এ রাজ্যের কণ্টক কি নহে?
স্মরি তার কথা—
দিবারাত্র প্রাণ মোর দহে।
রাজা—শোন মিত্র—
বিদ্রোহী তোমার পুত্র
রাজ-রোষ মাগে প্রাণ তার—
কিন্তু সে নহে বিচার,
সকল প্রজার মত তার অধিকার
অবশ্য মানিতে হবে।

যুক্তি তর্ক জানি আছে তার,
তাহারে হেলিয়া পদে
বন্ধু পুত্রে ফেলিয়া বিপদে
শান্তি নাহি পাব আমি প্রাণে।
তাহারে রক্ষিতে
আমি আছি যুক্তির সন্ধানে।

শ্রেষ্ঠী—হে রাজন্—
কল্যাণ হউক তব।
পুত্র মোর অবাধ্য ভীষণ।
আমার যুক্তিরে
ছিঁড়ে ফেলি কূট তর্ক জালে
আপনার মত,
প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে
সবার কল্যাণে—
নাহি গণে-পিতৃ অপমানে।
আমার ঐশ্বর্য্যে তুচ্ছ করি
ফেরে সদা পথে পথে
নগ্ন পদে-ক্ষুধার্ত্ত আর্ত্তের সাথে সাথে।
পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্যারে ধিক্কারি ধিক্কারি
আপনারে করিয়াছে পথের ভিখারী,
জননীর অশ্রুজল
পারে নাই ফিরাইতে তারে।

তাহারে বাঁচাবে রাজা—
বল তুমি কোন অধিকারে ?
রাজা—চিন্তিত হয়োনা বন্ধু—
চিনিয়াছি সু-পুত্রে তোমার
অবশ্য কল্যাণ হবে তার।
ন্যায়-ধর্ম্মে করিয়া দলিত
আমি সত্য লভেছি ঈপ্‌সিত।
কিন্তু, সে কি রাজ ধর্ম্ম ?
শ্রেষ্ঠী—তবে কি আমিও ভ্রান্ত ?
লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ন নিজে কাড়ি
বাড়ায়েছি অর্থকোষ মোর।
যখনি হয়েছে প্রয়োজন
যোগায়েছি অর্থ আমি
রাজার কল্যাণে ;
কিন্তু রাজা সে তো শুধু
তোমারি বিধানে।
নতুবা কি শক্তি ছিল মোর
বহুলক্ষ মানুষেরে করিতে ছলনা—
আর শুধু কল্যাণের
বাণী মুখে কহি

তাহাদের হাতে তুলে দিতে,
যতরূপ রহিয়াছে
ঐহিক বঞ্চনা।
রাজা—মিথ্যা বন্ধু তুষিতেছ মোরে।
আমি কভু বলি নাই
যোগাও আমারে অর্থ
প্রজাগণে করিয়া শোষণ।
শ্রেষ্ঠী - চিন্তিত করিলে রাজা—
তুমি আজ মোরে।
তবে কি আমারি সব ভুল,
চিন্তা করি দেখি পুনরায়
দেহ রাজা আজিকে বিদায়।
রাজা—কর অনুমতি।
প্রতিহারী—শ্রেষ্ঠী পুত্র দ্বারে সমাগত—
মাগিছে দর্শন।
রাজা—নিয়ে এস তারে।
দেখা যাক কিবা অভিপ্রায়—
চাহিনা হইতে অন্তরায়
ইচ্ছা তার করিব পূরণ।
সুদাম—প্রণাম চরণে দেব।

অভিযুক্ত করহ আমারে
রাজদ্রোহী যদি আমি হই
তোমার বিচারে।
বন্দী করি মোরে
রাখ কারাগারে।
মুক্তির ভিখারী নহি আমি।
রাজা—শ্রেষ্ঠীপুত্র তুমিই সুদাম!
মোর রাজ্যে যত যত
মহা শ্রেষ্ঠী আছে,
অপরাধ তাহাদের সকলের কাছে
করিয়াছ তুমি।
ন্যায়দণ্ডে মোর দম্ভ দণ্ড বলি
করেছ প্রচার।
বল আমি কোন্ অবিচার
করিয়াছি তোমার উপর।
শ্রেষ্ঠীগণ প্রয়োজন বেলা
যোগান দিয়েছে অর্থ।
ক্ষীণ মোর রাজকোষ
তারাই করেছে পুষ্ট।
জনক তোমার সবার অগ্রণী
তাঁর কাছে আজও আমি ঋণী।

সুদাম—সকলি অত্যন্ত সত্য।
কিন্তু রাজা মিথ্যার প্রচার
আমিও করিনি কভু।
তোমার অর্জিত অর্থ
সে কি আসে নাই
অগনিত প্রজাদের
প্রতি ঘর হতে?
দুঃখের আবর্ত্তে মগ্ন যারা
গৃহ-হারা অন্ন-হারা সর্ব্ব-হারা
মানুষের দল,
তিলে তিলে নিজেদেরে
সর্ব্বসুখ হতে, নিয়ত বঞ্চিত করি
করেনি সঞ্চিত অর্থ তব রাজকোষে?
সত্য যদি হে রাজন্, তবে কোন দোষে
দিনে দিনে হবে বদ্ধ তারা
শ্রেষ্ঠীদের মহানাগ পাশে।
রাজা—বুঝিতে পারিনা বৎস।
তোমার যুক্তিরে।
উক্তি তব আরও স্পষ্ট করে—
কহ মোরে। কি কাম্য তোমার?

বুঝিতে পারিনা দেশে
এই হাহাকার—
সৃজন কাহার।

সুদাম—প্রণমি তোমারে পুনঃ হে রাজন্
সৌজন্যে তোমার—
আমি মুগ্ধ।
অগনিত মানুষের দল
খাটে যারা দিবারাত্র
রোদ জল সয়ে,
তারা কাঁদে—
অন্ন বিনা আজ।
অথচ দেশের মাটি
সে তো আছে খাঁটি,
সেখানে তো ফাঁক নাই
মানুষেরে করিতে বঞ্চনা।
তবুও তাদের ভাগ্যে—
কেন এ লাঞ্ছনা?
দিনে দিনে মানুষের—
দুঃখ কেন বাড়ে?
কেন তারা কাঁদে হাহাকারে?

বসুধা কি হয়েছে কৃপনা?
দেশের নায়ক তুমি—
তুমি যদি নাহি কর
এর প্রতিকার,
কেমনে মানিব রাজা
তোমার বিচার?
রাজা—হে সুদাম! সৌম মূর্ত্তি
করুণার প্রতিমূর্ত্তি তুমি,
তোমারে ধরিয়া বক্ষে
ভাগ্যবতী জননী তোমার।
বুঝিয়াছি, অন্যায়ের এই প্রতীকার
মাগিয়াছ বার বার আমার দুয়ারে,
সেই হেতু রাজদ্রোহী তুমি।
মোর যারা প্রতিনিধি
তাহারা দিয়েছে বিধি
তোমার আবাস—রাজ কারাগার।
শাসকের সুন্দর বিচার!
বুঝিলাম এমনি বিচারে
কত প্রজা পচিতেছে
মোর কারাগারে।

আর, আমি মৌনমূক
রাজ দণ্ড হাতে লয়ে
তাদের বিচার করি।
কিন্তু বৎস! উপায় কি মোর—
সর্ব্ব কার্য্য একা করা
সম্ভব কি হয়?

সুদাম—কিন্তু, প্রতিদিন
মানুষের ভাগ্য লয়ে
ঘটে যদি এই প্রহসন—
তবে হে রাজন্
তাহাদের ভরসা কোথায়?

রাজা—চিন্তিত করিলে মোরে
বুঝিয়াছি রাজ কার্য্য করিনি সাধন।
অমাত্যের হাতে শুধু পুত্তলিকা প্রায়
করিয়াছি খেলা,
আর সেই সুবর্ণ সুযোগে
তাহারা করেছে পূর্ণ
আপন লালসা।

আর ধূর্ত্ত শ্রেষ্ঠীগণ
মিটাইয়া মোর প্রয়োজন
করিয়াছে নব আয়োজন
কোটী কোটী প্রজাদের
মারণ যজ্ঞের—
আপনার ইষ্টলাভ তরে।



বৃথা

আকাশে কতনা জল
জেনে বল কিবা হবে ফল
সেই জল যদি কভু মাটি না ভিজায়
সুধীর অনেক জ্ঞান
সমুদ্রের ফেনার সমান
কি হবে সে ভাণ্ডার নিয়ে
যদি তাহা কভু না বিলায়॥

অনুভূতি

মগ্ন যখন সারাটি পৃথিবী
গভীর অন্ধ কারে—
লক্ষ তারকা প্রদীপ হইয়া
আকাশেতে ওঠে জ্বলে।
সাগর উর্মি বার বার ছুঁয়ে আসে
তোমারি চরণ
সুগভীর উচ্ছ্বাসে।
প্রভাত সূর্য্য সোনার কিরণে
তোমারে বরণ করে,
কল কলে নদী ছল-ছল করে
তোমারেই উচ্চারে।
দেখিনি তোমায়
কোন দিন হায়,
তবু মনে হয়—
তুমি রহিয়াছ বসি
আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া
আমারেই ভালবাসি।

আগুন জ্বলে

ঘরে ঘরে আগুণ জ্বলে,
বিদ্রোহের আগুন।
ছেঁড়া পচা মজা সংসারের
বহ্নুৎসব।
জীর্ণরা ভয় পায়।
আস্তে আস্তে এঁদোগলির মধ্যে ঢুকে
তারা প্রলাপ বক্‌তে সুরু করে,
সব গেল গেল
পুড়ে ছাই হয়ে গেল।
আগুণ থামেনা
দম কল আসেনা।
বুড়োদের শাসানি বক্তৃতা
সব অকেজো।
এঁদোঘরে ভাপসানি গন্ধ।
আগুন জ্বলতে থাকে—
নেভেনা।

আহ্বান

বাতাসের ভীষণ দোলানি
মজাপাতা গাছ হতে ঝরে পড়ে।
বাগানের মাটি ঢেকে যায় পাতায় পাতায়
একটুখানি পা বাড়াব, তারও জায়গা নাই ;
রোদে পুড়ে ঝলসিয়ে ঝলসিয়ে
এদের জাত খোয়া গেছে।
তারা মাটীতে মুখ থুবড়ে পরে
তাদের অতীত গৌরবের কথা ভাবছে।
দর্পিত মানুষের দল
তাদের পায়ে দলে পিষছে।
ওধারে সবুজ গাছে বসে
চটুল পাখী ডাকছে
ওঠ ওঠ ওঠ।

গেঁয়োছেলে

গেঁয়ো ছেলে—ডাক ছাড়ে মাঠেতে
মন নাই পাঠেতে।
তর তর তরী বায় নদী কিনারে,
মন নাই ফিরে যায় আজকে ঘরে।
ছল ছল নদী বয়—সোহাগ কত,
মুক্তির হাওয়া ঘরে আছে কি অত?
ছিপ নিয়ে মাছ ধরা
তার কাছে বই পড়া?
ভালো কি লাগে?
ঘর ছেড়ে তাই শুধু বাহিরে পালায়।
অতটুকু ছোট ঘরে ছুটবে কেমন করে?
তার চেয়ে নদী পারে—আছে তো ভালো।
সন্ধ্যের কত বাকী? জ্বলুক জোনাকি—
আকাশে উঠুক তারা—
ঘরে ঘরে জ্বালো আলো—
তখন ফিরবে বই কী,
সে তো নয় সর্ব্বহারা।

স্বপ্নের শেষে

স্বপ্নময় সাগরের মাঝে
উর্ম্মিমালা করে খেলা
অবিশ্রান্ত ক্লান্তিহীন, নিশিদিন
অনন্তের সাথে।
শবরী পোহায়ে যায়
নীলাকাশে নক্ষত্রের মেলা
শেষ হয়ে আসে নিশিশেষে।
তখন তোমার স্বপ্ন
বাস্তবের আলোর পরশে
শেষ শয্যা করিল রচনা
তাকালনা ফিরে।
তোমার আমার ভাগ্যে
পুঞ্জীভূত চিরন্তন সর্ব্বগ্রাসী
অসীম বেদনা
রহিল পড়িয়া,
যেন হাতভাঙ্গা চায়ের পেয়ালায়
পড়ে থাকা অবশিষ্ট
শেষের তলানি।

কৃষক ও শ্রমিক

থামিয়া ক্ষণিক মিলের শ্রমিক
কৃষকে ডাকিয়া কয়.
রোদে খেটে খেটে ফসল ওঠাও
কিবা হবে এতে জয়।
হাতে পায়ে শুধু লেগে যায় কাদা
রোদে হয় দেহ শীর্ণ,
কিবা কাজ কর সারাদিন ধরে
বসুধারে করি ছিন্ন ?
গঠন প্রণালী আমাদের দেখ
শিখে যাও হেথা এসে,
কি কাজ করিয়া ধন-দৌলত
আনিতেছি মোরা দেশে।
কৃষক কহিল সাধু সাধু ভাই
তোমরা সত্য ধন্য—
বনা আমরা খেটে খেটে তাই
যোগায় কেবলি
তোমাদের মুখে অন্ন।

অভিযান

জীর্ণগ্রন্থি বসুধার ছিন্ন হল প্রায়
তাই আজ অজানারে চাই।
দুর্গম বায়ুস্তর মনোবেগে অতিক্রম করি
আমরা ছুটিতে চাই জ্যোতির্লোকে।
চন্দ্রে বা মঙ্গলে, দূরে অতিদূরে
কিংবা অন্য কোন নক্ষত্র মণ্ডলে,
জ্যোতিষ্কের অন্য কোন
অজানা সমাজে।
আমরা ছুটিতে চাই
মাগিয়া বিদায় পৃথিবীর ছায়াতল হতে।
ছোট্ট এ-পৃথিবী
এ'ত জানাজানি
তবু হানাহানি
প্রতিটি মানুষে।
কে কারে বঞ্চনা করি
বড় হতে পারে
তারি লাগি মত্ত শুধু
মাতালের মত যুঝিবারে।

এই বদ্ধ কারাগার
সংকীর্ণ আচারে জীর্ণ
ইসিমে ইসিমে শুধু
ভয়াল পঙ্কিল,
আলোহীন বায়ুহীন,
নিঃশ্বাসের গন্ধে গন্ধে শুধু
আবর্জনা ;
বিদায় হে বসুন্ধরা
হেথা থাকিব না।
চলো যাই সেই শুভ্রলোকে
যেথা আজো নহি অবাঞ্ছিত।
মানুষের জন্মে যেথা
নেতৃত্ব, সমাজ—
নাহি পায় লাজ।
অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ তুমি বসুন্ধরা,
অসংখ্য এ-জ্যোতির্লোক মাঝে
তুমি অতি দীন, চীর পরিহিতা।

হে দীনা জননী তব অঙ্কে
বোঝা হয়ে আর—
বাড়াবোনা মানুষের লজ্জার কালিমা
যৌবন তোমার গত
অন্তর্হিত গণ্ডের লালিমা
তুমি বৃদ্ধা, লোলচর্ম অঙ্গে অঙ্গে তব.
ভাঁড়ার তোমার শূন্য
খাদ্য নাহি মিটাইতে সন্তানের ক্ষুধা
হাসিয়া বিদায় দাও জননী বসুধা
তোমারে প্রণাম করি
চলে যাই ঈথারে ভাসিয়া,
শূন্যে শূন্যে আলোকের স্তরে স্তরে
চরণ ফেলিয়া।



স্বপ্নের ভারত

আমি কল্পনা করি
আমার দেশের রূপ।
সোনার তুলি-কা দিয়ে
আমি তার আল্পনা আঁকি।
দিগন্তের প্রাচীরে বসান
মুঠো মুঠো ধূমের রঙ দিয়ে ছোপান
অসংখ্য শৈল শ্রেণীর গৌরবকে
তুচ্ছ করে দিয়ে সে এগিয়ে চলে,
সাগরের পর সাগর ডিঙিয়ে
নদীর পর নদীকে ;
বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিয়ে
সে গৌরবে আস্তে আস্তে
আচ্ছাদিত করে দেয়
সমস্ত বসুধার ভাস্বর মণ্ডিত
সব ঐশ্বর্য্যকে।
সে আমার জন্মভূমির গৌরব
আমি তার ধারক ও বাহক।

আমার গ্রাম

সবুজ পাতায় মোড়া
কানা নদীর ধারে
ঢেউ খেলানো বুড়ো বটের পাশে
আমার ছোট্ট গ্রাম।
ভূগোল পাতা খুলে
কিংবা কবির কাব্যবাণীর পাশে
খুঁজে মর বৃথাই হতাশ্বাসে
সেখানে নেই নাম
আমার ছোট্ট গ্রাম।
অজানা সে অচেনা সে
বিরাট পৃথিবীতে।
ছোট্ট বলে—
ছোট্ট আমি তারে ভালবাসি,
সেখানে মোর কান্না-ঝড়ে
ভেসে বেড়ায় হাসি ;
সেইখানে মোর নাম
আমার ছোট্ট গ্রাম।

ধূলোয় কাদায় বাড়ে সেথা
ছোট্ট দামাল শিশু।
নিঝুম রাতে গাছের ফাঁকে ফাঁকে
হাড় কাঁপানো একটানা সে
ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে,
জোনাকিরা তারার আকাশ
মাটির বুকে আনে ;
ছোট্ট আমার গ্রামে
কজন বলো জানে
গরম রাতে মাতুর পেতে
মাঠের মাঝে শুয়ে
স্বপ্ন দেখি আকাশ তলে
ঘাসের মাথা ছুঁয়ে।
চুল ফাঁপানো রাজকন্যা
ঘোড়ায় চড়ে এসে,
ঘুমিয়ে পড়ে আমার পাশে
একটু খানি হেসে।
ছোট্ট আমার গ্রাম
সেখানেতে জড়িয়ে আছে
আমার ছোট্ট নাম।

মত বদল

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির
তারিফ আমি করিনি কোনদিন ।
ঐ তো সমুদ্র, শুধু জল আর জল
আর হাজার হাজার টন নোংরা ফেনা
আর ঐ জল কি পানীয় ?
কি অপেয়, কি লোনা ।
আর ঐ কবির কল্পনার নীলাকাশ
ওগুলো কি ? ওতো পুঞ্জীভূত বাতাস ।
এই নিয়ে কবিত্ব —না ন্যাকামি,
আরও স্পষ্ট করে বললে
বলতে হয় নোংরামি ।
ঐ আকাশ—ঐ সমুদ্র
ওগুলো তো প্রাকৃতিক ফেনোমেনা,
এর মধ্যে ভালোলাগার কি
আমার তো অজানা ।

হয়তো ঈশ্বরকে আমি বাতিল করে দিতাম
হয়তো তাকে কুমার কামারের দলে ফেলতাম্।
কিন্তু সব আমার ভেস্তে গেল,
যে দিন তোমায় দেখলাম্।
মনে হলো ঈশ্বর স্থবির নয়,
হলে কি এই জীবন্ত ছবি হয়।
তোমার চলার প্রতি ছন্দে আমার কাঁপন লাগছে
তুমি হাসছ—আমার প্রতিটি বৃত্তি কাঁদছে,
মনে হচ্ছে তুমি দেহী নও, অশরীরী
কে তুমি উর্ব্বশী মেনকা না শবরী।
আমার সমস্ত সিদ্ধান্ত পাল্টে গেল
স্বীকার করতে হোল—
এই তো এল সেই স্থবিরেরই সৃষ্টি
তবে কেন আকর্ষণ করল আমার দৃষ্টি।
আমি সিদ্ধান্ত পালটালাম্—
তোমায় ভালবাসলাম
আর সেই স্থবিরকে
প্রণাম জানালাম
ক্ষমা চাইলাম—
সুন্দর বললাম্

স্মৃতি

তখনও ভারত স্বাধীন হয়নি
মৈত্রীর বাণী তখনো ছুটেনি
দেশ হতে দেশে দেশে।
জীবনের মত কাব্য কাহিনী
পরিকল্পনা মুক্তির বাণী
নিয়মের ছকে বাঁধা ছিল সব
বিদেশীর নির্দেশে।
নন্দিত আর বন্দিত ছেলে যারা
লঙ্ঘন করি নিয়ম গণ্ডী
বরণ করিল কারা
জীবনেতে বার বার।
কিন্তু দুষ্টু দামাল ছেলেরা—
রাজ বিদ্রোহী যারা
অন্য পথের পথিক হইল
ভীতি শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চাহিল
জীবনের বিনিময়ে।

গড়িয়া উঠিল ঝটিকা বাহিনী
পুরা পরিচয় কয়জন জানি ?
সেই অজানার কাব্য কাহিনী
রক্ত আখরে স্বাক্ষর দিল
জালালাবাদের পাহাড়ে।
অনন্ত আর লোকনাথ বল
বিজয়ী সূর্য্য তূর্য বাজাল
সৃষ্টি করিয়া নতুন হলদীঘাটে
সেই মহাছবি আঁকা হয়ে গেছে
জীবন চিত্রপটে।
এ-ছবির সুরু ভূমিকায়
আল্পনা আঁকি তুলিকায়
অগ্নিহোত্রী সেই মহালতা প্রীতিরে
জীবনের ঘন ঝটিকায়
জাতির মুক্ত বেদিকায়
যারা আজ ধারে কাছে নাই
বাঁচিয়া উঠুক তাহারা আবার
সেই সুমহান স্মৃতিতে—
চির অম্লান প্রীতিতে।

—সমাপ্ত—